International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 122-128
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.275

সাঁওতালি সংস্কৃতিতে ‘মাঘ ও সাকরাত’ পরব এর ভূমিকা: একটা আলোচনা

ভবেশ চন্দ্র মুর্মু
গবেষক, সাঁওতালি বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 03.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Bengali equivalent of the Santali word 'Parab' is 'festival' – specifically, a celebration where joy is experienced through dance and song, grounded in a distinct cultural context. In this piece, I endeavor to present specialized insights – derived from research – regarding the topic: "The Role of the 'Magh' and 'Sakrat' Festivals in Santali Culture: A Discussion." The Santal community observes a festival during the month of 'Magh', which is known as the 'Magh' Festival; similarly, the festival observed on the final day (Sankranti) of the month of 'Poush' is termed the 'Sakrat' Festival. These two festivals are recognized as integral components of Santali culture. This is because, within this cultural framework, 'Magh' marks the first – or inaugural – month of the year. The New Year is welcomed through the ritual of 'Magh Sim Bonga' (meaning 'Magh Worship'), a ceremony characterized by various specific activities and social significance. Conversely, 'Poush' constitutes the final month of the year; the year is bid farewell through the 'Sakrat' Festival, observed on the 'Sankranti' of the month of 'Poush'. This 'Sakrat' Festival, too, encompasses a distinct set of rituals and social contributions. My primary objective here has been to present – through research-based analysis – a detailed account of each of the cultural roles and social contributions associated with these two festivals, alongside an introduction to their fundamental identities.

Keywords: Magh Festival in Santali Culture, Sakrat Festival, Cultural Role, Social Contribution, Discussion.

ভূমিকা: “সাঁওতালি সংস্কৃতিতে ‘মাঘ ও সাকরাত’ পরব এর ভূমিকা ঃ একটা আলোচনা” এই বিষয়ে গবেষণা করতে চলেছি। সাঁওতালি সংস্কৃতিতে এই দুই পরব সামাজিক গত ভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা অন্বেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছি। সাঁওতাল সম্প্রদায় এর কাছে এই মাঘ মাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, তার একটা পরিমাপ বিস্তারিত তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। তার সাথে সাকরাত পরবের সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কার্যাবলী ও অবদান গুলো পরস্পর সংযত ভাবে আলোচনার দ্বারা বিশেষ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জ্ঞান প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছি। এখানে সাঁওতালি সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ গুলো থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করে এই বিষয় উপস্থাপন করেছি।

মুল আলোচনা: সাঁওতালি সংস্কৃতিতে বছরের প্রথম মাস হল ‘মাঘ মাস’। এই মাঘ মাস এর ১লা থেকেই সামাজিক ভাবে নতুন জীবন যাপন শুরু করে থাকেন। “সান্তাড় সেরমা দ মাঘ বঁঙ্গা এতহবঃআ আর সাকরাত বঁঙ্গা মুচীদঃআ। সেরমা এতহব রেগে সান্তাড় ক পোইল জাঁহাক বঁঙ্গা বুরুয়া অনাদ ‘মাঘ সিম’ক মেতাঃআ।”[১] অর্থাৎ সাঁওতালদের নতুন বছর শুরু হয় মাঘ মাসে, আর সাকরাত মাস (পৌষ মাস) এ বছর শেষ হয়। বছরের শুরুতেই সাঁওতাল সম্প্রদায় যেটা করেন সেটা হল ‘মাঘ পুজো’। এই মাগ পুজো, মাঘ মাস এর ১লা থেকে

শুরু করে মাসের শেষ অব্দি যে কোন দিন ঠিক করে সম্পন্ন করতে হয়। অন্য মাসে এই 'মাঘ সিম' পুজো সংস্কৃতির আধারে নিষেধ। এই সংস্কৃতিতে 'মাঘ সিম পুজো' প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামে একই দিনে হয় না। মাঘ সিম পুজোর জন্য নির্দিষ্ট দিন ঠিক করা হয়। এতে গ্রামের 'আতো মড়ে হড়' – অর্থাৎ 'মাঝি, পারানিক, জগ-মাঝি, গডেত ও নায়কে' গ্রামের পাঁচ সদস্য-রা মিলে একটা সভা ডাকেন। সেই সভাতেই মাঘ সিম পুজোর দিন ঠিক করা হয়।

গ্রাম সীমার মধ্যেই যে স্থানে এই মাঘ সিম পুজো হয় তাকে 'গঁড টাঁন্ডি' বলা হয়। এই 'গঁড টাঁন্ডি' নামক পুজো স্থানটি গ্রামের 'জাহের গাড়' বা 'জাহের থান' এর পাশেই করা হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন গ্রামের এই 'গঁড টাঁন্ডি'ভিন্ন জায়গায় স্থাপন আছে। এই মাঘ সিম পুজোর নির্দিষ্ট দিন ঠিক করা হলে, সেই পুজো উপলক্ষে পুজো সামগ্রী জোগাড়ে ব্যস্ত থাকেন গ্রাম বাসীরা। এই পুজোতে একটা নতুন 'মালে হাটাঃ' অর্থাৎ বাঁশের তৈরি ছোট্ট 'কুলা' লাগে। সাথে একটা কাঁসার ঘটি। সিঁদুর, ধূপ, ধুনো, মিথি, আতব চাল ও গুঁড়ি, কাপি ও তলোওয়ার। সাথে কিছু ছোট্ট মুরগির বাচ্চা। ঠিক হয়ে যাওয়া দিনে গ্রামের যিনি 'গডেত' অর্থাৎ বার্তাবাহক এর কাজ করেন, তিনি সকাল থেকে গ্রামের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে একটা করে মুরগির বাচ্চা ও চাল, মসলা সংগ্রহ করেন। এতে গ্রামের যিনি 'জগ-মাঝি' দায়িত্বে আছেন তিনি সহায়তা করে থাকেন। মুরগি বাচ্চা ও চাল, মসলা সংগ্রহ পর্ব শেষ হলে সবাই পুকুরে বা নদীতে স্নান করে আসেন। স্নান পর্ব শেষ হলে 'গডেত', 'নায়কে' অর্থাৎ পুরোহিতের বাড়িতে গিয়ে খবর দেন 'গঁড টাঁন্ডি'তে যাওয়ার জন্য। এর পর গ্রামের সকল পুরুষ মানুষ 'নায়কে' এর পিছন পিছন, হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হন 'গঁড টাঁন্ডি'নামক পুজো স্থলে। দিনের মধ্যাহ্ন বা দুপুর হওয়ার সাথে সাথে পুজো পর্ব শুরু হয়। পুজো স্থলে 'নায়কে' গোবর জল দিয়ে পরিস্কার করেন। তারপর আতব চাল ও মিথি দানার গুঁড়ো দিয়ে 'খঁন্ড' তৈরি করেন। 'খঁন্ড' অর্থাৎ ছোট্ট ছোট্ট গোলাকৃতি বা চতুর্ভুজাকৃতি কিছু খোপ তৈরি করেন। প্রত্যেকটা খোপ এর মধ্যে সরিষা তেল মিশ্রিত সিঁদুর, ডান হাতের আঁঙ্গুল দিয়ে লাগিয়ে দেন। তারপর প্রত্যেকটা খোপ এতে একটু করে আতব চাল দেন। এবারে পুজো পর্ব শুরু হয়। প্রথমে তিনটি আলাদা গোলাকৃতি খঁন্ড দিয়ে পুজো শুরু করেন পুরোহিত অর্থাৎ 'নায়কে'। প্রথমে 'মারাংবুরু' দেবতার উদ্দেশ্যে সাদা মুরগি অর্পন করা হয়। এই সাদা মুরগির বৈশিষ্ট্য এই রকম হতে হবে, যেন তার পুরো শরীরে কালো পালক না থেকে থাকে। সাথে তার মাথার ফুলটি করাত বা কুমির এর লেজের উপরের অংশের মতো হওয়া বাঞ্ছনীয় আর পুংলিঙ্গের মোরগ হতে হবে। 'নায়কে' এই সাদা মুরগিটিকে তার পবিত্র ঘটির জল ছিটিয়ে, তেল মিশ্রিত সিঁদুর; মাথা, উদর, লেজ ও পায়ে লাগিয়ে, 'মারাংবুরু'র নাম করে তিন বার গোলাকৃতি খন্ড এর উপর দিক দিয়ে সামনে আর পিছনে পা ঠেকিয়ে; নায়কে এর সাথে উপস্থিত গ্রামের সকল ব্যক্তিরা মন্ত্র মৃদুঃস্বরে উচ্চারন করেন –

"জঁহার গঁসায় মারাংবুরু,
মা নঃঅয় মাঘ সিম এঞতুমতে
সিম বুসীঃলে এমাম কান চালাম কান গঁসায়
সুকতে সাঁওয়ারতে কুসিতে কুসীলতেম
আতাং কাঃ তেলা কাঃ গঁসায়।
আলেদ ছঁড কড়া ছঁড কুড়ি বাংলে বাডায়া
গেচরে গুরিচরে নেওরে নিচারে
দোগঃকান দিগিজঃকান বাংলে ওরোমা
সানামাঃগেম সাহাওকাঃ গঁসায়।

নঃঅয় নাওয়া নাওয়া গাডালে পারমা
মুড়ুলে লেবেদা, বিরলে দাঁড়ানা, দিশোমলে সাঁঘারা
হররে বিররে তহত আল হাড়াঃআল আত আল আপাত আল।
বাহালে চিয়াঁযা জলে উয়ুঁগা
ঞেলজং কয়জং লুতুর তুবেত আঁজমজং
আলে আলে হিসী আল রিসী আল তাঁহেন মা গঁসায়।
আপে তায়ম তায়ম আলেহঁ জমালে হাবালে
লাচ হাসো বহঃ হাসো আলো বাড়ে সিরজাওকঃ বিরজাওকঃ
জিনঠিক পাথরিক আল বাড়ে ভিড়াওকঃ গাড়হাওকঃ গঁসায়।
সুকতেম সাঁওয়ারতেম আয়ুর কালে সেতোঃকালে গঁসায়।" [২]

মন্ত্র পাঠের নির্দিস্ট সময়ে ঐ মুরগি বাচ্চাটি ঐ খন্ড এ রাখা আতপ চাল খেয়ে নিলে; বোঝা হয় যে, 'মারাংবুরু' খুশি হয়েছেন। আর যদি না খেয়ে থাকেন তবে বুজতে হবে, কোথাও যেন সমস্যা রয়েছে। যে কারনে ঐ মুরগি বাচ্চাটি খেতে চাইছে না। এই সমস্যা সমাধানে 'নায়কে' ও গ্রামের সকল মিলে 'মারাংবুরু'র নিকট প্রার্থনা করেন যে কোথাও ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিতে। এই প্রার্থনাতে 'মারাংবুরু' সন্তুষ্ট হলে মুরগি বাচ্চাটি খন্ড এর চাল খেয়ে নেন। তারপর 'নায়কে' তার ধারালো কাপি বা তলোওয়ার দিয়ে মুরগি বাচ্চাটির মাথা কেটে খঁন্ড এর মধ্যে রেখে তার রক্ত দেওয়া হয়। একই নিয়মানুসারে 'মারাংবুরু' এর পর 'জাহের আয়ো' এর নামে পুজো দেওয়া হয়। তবে এখানে 'জাহের আয়ো' এর নামে যে মুরগি বাচ্চাটিকে পুজো করা হয়, তার বৈশিস্ট্য হল; মুরগি বাচ্চাটি স্ত্রীলিঙ্গের হতে হবে এবং তার পালকের রঙ আবছা লালচে ধরনের। অন্য রঙ এর মুরগি পুজো দেওয়া নিষেধ। সাঁওতালি শব্দে এই মুরগিটির নাম 'হেঁড়াঃ কালট সিম'। তবে 'জাহের আয়ো' এর পুজোর বেলায় মন্ত্র উচ্চারনে একটু পরিবর্তন হয়। এই মন্ত্র উচ্চারনটি এই রকম –

"জহার আয়ো জাহের এরা
মা এনখান নঃ অয় মাগ সিম ঞুতুম তেলে
এম আম কান চাল আম কান আয়ো,
সুকতে সাঁওয়ার তে আত্নগ কাঃ তেলা কাঃ আয়ো,
নায় বাড়ে নাপায় বাড়ে আয়ো.....।
মা আয়ো এনখান সানাম কগে বাড়ে আলেক
নাপায় তি জাঁগা তেলে তাঁহে কঃ মা,
আলে ক মুদরে জাঁহানাঃ আঁঝাট ঝাঁঝাট কদ
আমগে জঃ গিডি ঝাড় গিডি কাঃ মে আয়ো;
নায় বাড়ে নাপায় বাড়ে গে আয়ো।" [৩]

তবে এখানে এই মুরগি বাচ্চাটির মাথা পুরোটা ছেদ করা হয় না। শ্বাসনালী পর্যন্ত ছেদ করে তার রক্ত আতব চাল-এ দেওয়া হয়। তারপরে 'মড়েক-তুরুইক' দেব, দেবীর উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়া হয়। এদের জন্য যে ধরনের মুরগি বাচ্চা লাগে, তার বৈশিষ্ট্য এই রকম– সাদা ধূসর রঙের যে কোন মুরগি বাচ্চা হলেই হবে। একই নিয়মানুসারে এই পুজোও হয়। তবে মন্ত্র উচ্চারনে একটু আলাদা। উচ্চারনটি এই রকম –

"জহার গঁসায় মড়েক-তুরুইক,
মা এনখান নঃঅয় মাঘসিম ঞুতুম তেলে

এম আম কান চাল আম কান বাড়ে গঁসাই
সুক তে সাঁওয়ার তে আতাং কাঃ তেলা কাঃ
নায় বাড়ে নাপায় বাড়ে গঁসাই।
মা গঁসাই এনখান নঃ-অয়
আতো অড়াঃ করেন তিরলী হড় ক
বির ঝাড়, সাহান সাকাম, দীত্নি পেটেচ ক-ক চালাঃ রেদ
নাপায় তি, নাপায় জাঁগা তেগে বাড়ে
উনকু কক হেজ সেন কঃ মা গঁসাই
নায় বাড়ে নাপায় বাড়ে গঁসাই।" [৪]

সাঁওতাল সংস্কৃতিতে এরাই হলেন প্রধান দেবী দেবতা 'মারাংবুরু', 'জাহের আয়ো', 'মড়ে ক তুরুয় ক'। এরা 'জাহের গাড়' অর্থাৎ 'জাহের থান' এর মূল দেবী দেবতা। এছাড়াও বাকি যে দেবতা গুলো আছেন, তারা প্রত্যেকে গ্রামের চতুর্দিক সীমানার মধ্যে রয়েছেন। সীমানার একেকটা জায়গায় রাখা হয়েছে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য। বিভিন্ন অশুভ বা খারাপ শক্তির আক্রমনের হাত থেকে গ্রামকে সুস্থ রাখেন। তাদের জন্য আলাদা চতুর্ভুজাকৃতি খন্ড-এ পুজো দেওয়া হয়। 'মাঘ সিম' পুজোতে আর এক পুজোর অবদান রয়েছে। এই পুজো 'নায়কে' এর দ্বারা হয় না। এই পুজোতে আর এক পুরোহিত থাকেন যাকে 'কুডাম নায়কে' বলা হয়। অর্থাৎ যিনি গ্রামের সীমানাতে যে দেবতা গুলো রয়েছেন, সেই দেবতা গুলো তাঁর হাত দিয়েই পুজো পেয়ে থাকেন। এই 'কুডাম নায়কে' কিন্তু অন্য গ্রামের হয়ে থাকেন। একটা গ্রামের দুইটা 'নায়কে' এর পুজো দেওয়া এই সংস্কৃতিতে নেই। তবে কিছু কিছু গ্রামে দুইটা 'নায়কে' এর পুজো দেওয়া চিত্র দেখা গেছে। কিন্তু কেন? তা এখন অজানা। যাই হোক এই 'কুডাম নায়কে' সীমানার দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে মুরগিটিকে পুজো করেন তার বৈশিষ্ট্য এই রকম – মুরগিটি কালো রঙের হতে হবে। মিশ্রিত পালক চলবে না। পুংলিঙ্গের মোরগ হতে হবে। তার মাথার ফুলটি করাত এর মতো হতে হবে। এই 'কুডাম নায়কে' সীমানার দেবতার উদ্দেশ্যে 'বুল মায়াং' অর্থাৎ উরু দ্বয়ের রক্ত দিয়ে থাকেন। নিজের শরীরের তিন বা পাঁচ বা সাত যায়গার রক্ত উৎসর্গ করেন। গ্রামের 'নায়কে' এর পুজো দেওয়া শেষ হলে তবেই 'কুডাম নায়কে' এর পুজো শুরু হয়। গ্রামের 'নায়কে' যে খঁন্ড-এ পুজো করেন তার থেকে ৫০ ফুট এর মধ্যে একটা ফাঁকা স্থানে খঁন্ড তৈরি করে পুজো করেন। এই পুজোতে কেবল বয়স্করা থাকেন। গ্রামের যুবকরা অংশগ্রহন করেন না।

এই ভাবে সকল পুজো সম্পন্ন হলে যে মুরগি গুলোকে পুজো করা হয়েছে; তাদের মাংস দিয়ে খিচুড়ি করে প্রসাদ তৈরি করা হয়। পুজো হওয়া মুরগি গুলোর মাথা দিয়ে আলাদা খিচুড়ি করে প্রসাদ বানানো হয়। এই প্রসাদ তাদের জন্য বানানো হয়, যারা সকাল থেকে উপোস করে আছেন পুজোর উদ্দেশ্যে। একমাত্র তারাই খেতে পারেন এই প্রসাদ। বাকি শরীরের মাংস দিয়ে বানানো প্রসাদ গ্রামের সকলদের জন্য। প্রসাদ তৈরি করা হয়ে গেলে 'গডেত' গ্রামের সকল ঘরে ঘরে খবর দিয়ে আসেন। খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়া পর্ব শেষ হলে, পুজা স্থানে 'নায়কে'র পবিত্র ঘটির জলের সাথে হালকা গোবর মিশ্রিত করে চারিদিকে ছিটিয়ে দেন। তারপর সন্ধে হওয়ার আগেই অর্থাৎ সূর্য অস্ত হওয়ার পূর্বেই গ্রামে প্রবেশ করেন। প্রথমে 'নায়কে' এর বাড়িতে প্রবেশ করে 'নায়কে' এর ঘরের ছাউনিতে 'সৌউড়ি তাসাদ' এক রকমের ঘাঁস দিয়ে একটু ছেয়ে দেন। তারপর ঐ ছাউনিতে 'নায়কে' এর ঘটির জল ঢেলে দেওয়া হয়। এই কার্য সম্পন্ন করার পর 'নায়কে' ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন। এই রকম কার্য করার কারন হল, এই 'মাঘ সিম' পুজোর পর থেকেই গ্রামের প্রত্যেক ঘরের ছাউনি বা চাল বদল করতে বা ছাইতে পারবেন। 'নায়কে' এর ঘরে এই কার্য সম্পাদন করার পর গ্রাম প্রধান

'মাঝি' এর বাড়িতে গিয়ে একই কার্য করে থাকেন। এই ভাবে 'মাঝি' এর পর 'পারানিক' তারপর 'জগ-মাঝি', তারপর 'গডেত' এর বাড়িতে এই কার্য করা হয়ে থাকে। রাত্রিতে 'লাগড়ে' নাচ গানের মাধ্য দিয়ে খুশি বা আনন্দ উপভোগ করা হয়ে থাকে। এটা কেবল একদিনেরই পরব।

এই 'মাঘ সিম' পুজোর বিশেষ কারণ গুলো হল– প্রথমত, এই পুজোর মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগতম জানানো হয়। দ্বিতীয়ত, গ্রাম পরিচালনার পুনর্গঠন অর্থাৎ গ্রাম পরিচালনায় যে 'আতো মড়ে হড়' অর্থাৎ গ্রামের পাঁচ সদস্য দ্বারা পরিচালনা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে যদি কোন সদস্য দায়িত্ব থেকে অবসর নিতে চান, তাহলে তাঁর যায়গায় নতুন একজনকে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই কার্যটি 'আতো কুলহি দুপুড়ুপ' অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে বিশেষ সভা করে কার্যটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে এই পুনর্গঠনে 'নায়কে' ছাড়া বাকি সদস্য গুলো পরিবর্তিত হতে পারবেন। 'নায়কে' পরিবর্তন এর একটাই নিয়ম আছে, যেটা হল 'রুম ডাকাও'। তৃতীয়ত, গ্রামের সকল যুবক, যুবতি, পুরুষ, মহিলা বনজঙ্গলে প্রবেশ এর অনুমতি পেয়ে থাকেন। রান্নার জ্বালানির জন্য কাঠ, পালা সংগ্রহ। পুরুষেরা শিকারে যাওয়া ইত্যাদি। চতুর্থত, নতুন বাড়ি ঘর নির্মান ও পুরনো ছাউনি গুলোকে ঝেড়ে নতুন ছাউনি বসানো। পঞ্চমত, বিবাহের জন্য পাত্র, পাত্রী দেখাশোনা। ষষ্ঠত, নদী-নালা, পাহাড়, পর্বত, বন-জঙ্গল-এ প্রবেশ এর অনুমতি। এই পুজোর পূর্বে যদি এই সকল স্থান গুলোতে প্রবেশ করা হয়ে থাকে তবে তা অশুভ ও দেবতারা অসন্তুষ্ট হয়ে বিভিন্ন সমস্যা গ্রামের মানুষদের উপর প্রভাব ফেলতে পারেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি 'সাকরাত পরব' বিষয়ে আলোচনা করছি। সাঁওতালি সংস্কৃতিতে এই 'সাকরাত' পরব বছরের শেষ মাস অর্থাৎ পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে হয়। 'সাকরাত পরব' অর্থাৎ 'সাকরাত বুড়ির' নামে এই পরব সম্পন্ন হয়। এই 'সাকরাত পরব' বিষয়ে ডঃ কৃষ্ন চন্দ্র টুডু বলেছেন "সাকরাত পরব দ পোন মাহা হোয়ঃআ। মাড়াং হিলোঃদ উম নাড়কা, দশার হিলোঃদ বাঁউড়ি, তেসার হিলোঃদ 'মকর বুড়হি বোঙ্গা' জিল দাকা জম ঞু, মুচীৎ হিলোঃদ এনেজ সেরেঞ রীস্কী বুড়হি গাঁড়ি এনেজ সেরেঞ আর গাঁড়ি আসেন হুয়ুঃআ।" [৫] অর্থাৎ এই 'সাকরাত পরব' চার দিনের পরব। প্রথম দিন স্নান পর্বের দিন। দ্বিতীয় দিন 'বাঁওড়ি', তৃতীয় দিন, 'মকর বুড়ির পুজো' সাথে মাংস ভাত খাওয়া দাওয়া। চতুর্থ দিন, বয়স্ক বাঁদরকে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে গানের তালে নাচানো। আরও এক কবি, সাহিত্যিক রামেশ্বর মুর্ম্মূ এই সাকরাত পরব বিষয়ে বলেছেন– "সাকরাত ইদি কাতে দ হড় চাঁওড়ি বাঁওড়ি, হলং হুড়ুং, সিঞ সাকরাত আর অনে বলন – অনে নাওয়া সেরমা রেয়াঃ এতহব মাহা 'আখান' নওয়াক মড়ে মাহাগে জহড় ক তাঁহেনা।" [৬] অর্থাৎ সাকরাত পরব বিষয়ে মানুষজন চাঁওড়ি বাঁওড়ি, চাল গুঁড়ি তৈরী, দিবা সাকরাত ও বছরের নতুন মাসের প্রথম দিন 'আখান' এই পাঁচ দিনেই মানুষজন ব্যস্ত থাকেন এই পরবে। এই দুই উক্তি সাকরাত পরব বিষয়ে পরস্পরের অমিল। এতে কোথাও যেন গরমিল রয়েছে। তবে সাঁওতাল সংস্কৃতিতে এই সাকরাত পরব পশ্চিমবঙ্গের 'ধাড় দিশম'এ চার দিন মানানো হয়। প্রথম দিন হলং হুড়ুং, দ্বিতীয় দিন সাকরাত, তৃতীয় দিন 'আখান', চতুর্থ দিন ঘাঁগিয়ান'। এই সাকরাত পরব সাঁওতালি সংস্কৃতির বছরের সর্বশেষ পরব। পুরো বছরের সকল সুখ, দুঃখ, খুশি, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদিকে বিদায় করেন। প্রত্যেক পরিবারের সকল সদস্য এই পরবে যেখানেই বিশেষ কাজে থাকুক না কেন, এই দিনে সকলে নিজ বাড়িতে উপস্থিত হন। সকলে মিলে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করে থাকেন। একসাথে থেকে পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে আবার একসাথে থেকে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। এখানে আমি এই পরবের চারটা দিনের বর্ণনা তুলে ধরলাম –

১। হলং হুড়ুং দিন: এই দিন সাকরাত পরবের প্রথম দিন। অর্থাৎ পৌষ মাসের সংক্রান্তির আগের দিন। এই দিনে মহিলারা 'ঢেঁকি' দিয়ে চাল গুঁড়ি তৈরী করেন। পুরুষেরা শিকারে বেরিয়ে পড়েন মাছ, মাংসের খোঁজে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত শিকার করে যা কিছু পেয়ে থাকেন তা দিয়েই পিঠে পর্ব শুরু হয়। শাল পাতাতে

মাছ, মাংসের পিঠা তৈরী করেন। রাত্রে খেয়ে দেয়ে পরিবারের সকল সদস্যরা হাতে, পায়ে ও শরীরে সরিষার তেল মেখে থাকেন। পরবর্তী দিন সাকরাত।

২। সাকরাত: এই দিন সাকরাত পরবের মূল দিন। অর্থাৎ পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন। এই দিনে ভোর এতে সকল পুরুষেরা সূর্য ওঠার সাথে সাথে পুকুরে বা নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করেন। ডুব দিয়ে ওঠে সূর্য দেবকে জোড় হাত করে প্রণাম করেন। সেখানেই তারা নতুন জামা কাপড় পরেন। শুকনো ডাল পালা দিয়ে তৈরী করেন 'কুম্বী' অর্থাৎ শুকনো ডাল পালা জড়ো করে উঁচু ত্রিভুজ আকৃতির মতো তৈরী করেন। এতে একটা শক্ত মূল খুঁটি থাকে। এই মূল খুঁটিতেই সকল ডাল পালার ভর বিন্যস্ত থাকে। সকলের ডুব দেওয়া শেষ হলে এই 'কুম্বী'টিকে আগুন লাগিয়ে দেন। এই আগুনের তাপ সকলে মিলে সেঁক নেন। এতে প্রচন্ড ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এটাকে সাঁওতালি ভাষায় 'জোরোঃ' বলা হয়। এই সেঁকা সেঁকি পর্ব শেষ হলে বাড়ির সকল মূল ব্যক্তিরা কাঁসা ঘটিতে করে পুকুর বা নদীর জল নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সকল পুরুষের স্নানাদি শেষ হলে মহিলারা স্নান করে আসেন। বাড়িতে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়া শুরু হয় ও পুজো পর্ব শেষ হলে গুড় চিড়ে, মুড়ি, পিঠে দিয়ে খাওয়া পর্ব শুরু হয়। বিকাল বেলাতে গ্রামের 'জগ-মাঝি' একটা ফাঁকা জায়গায় 'বেঝা তুঞ' অর্থাৎ তীর নিক্ষেপ কার্যের জন্য গ্রাম প্রধান 'মাঝি বাবা' এর সহায়তায় কার্য সম্পাদন করেন। এতে একটা নির্দিস্ট দূরত্বে কলা গাছের কান্ড দাঁড় করানো হয়। এতে গ্রামের সকল পুরুষ বর্গরা নিজ নিজ তীর ধনুক নিয়ে ঐ দাঁড় করানো কলা গাছের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করে থাকেন। ঐ কলা গাছে একটা নির্দিস্ট বিন্দু দেওয়া থাকে। ঐ বিন্দুতে যে জন এর তীর স্পর্শ করবে, তাকেই সেরা শিকারি বলে গন্য করা হয়। আর বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। রাত্রের দিকে 'লাগড়ে' নাচ গান এর মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ করা হয়ে থাকে।

৩। আখান: সাঁওতালি সংস্কৃতির নতুন বছরের এটা প্রথম দিন। অর্থাৎ মাঘ মাসের ১লা দিনটিকে 'আখান' বলা হয়। নতুন বছরের এই আখান দিনে বাড়ির পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়া হয়। এই পুজো দেওয়া পর্ব শেষ হলে, খাওয়া দাওয়া সেরে গ্রামের সকল পুরুষ বর্গরা আশে পাশের ছোট জঙ্গলে শিকারে বেরিয়ে পড়েন। শিকারে যা কিছু সংগ্রহ হয়ে থাকে তা দিয়েই রাত্রিতে ভোজন হয়ে থাকে।

৪। ঘীগিয়ীন: আখান এর পরের দিন 'ঘীগিয়ীন' দিন নামে পরিচিত। এই দিনে বাড়ির পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়া হয়। এই দিনেও গ্রামের সকল পুরুষ বর্গরা শিকারে বেরিয়ে পড়েন।

এই দুই পরবের সম্মন্ধে বিশেষ তথ্য প্রদান করলাম। তবে বর্তমান সংস্কৃতিতে এই দুই পরবের মুল্য অনেকটা কমে গিয়েছে। সাঁওতাল সম্প্রদায় এই পরব গুলোর অবদান সঠিক ভাবে ধরে রাখতে পারছে না। একটা সময় ছিল যখন সাঁওতাল সম্প্রদায় নিজস্ব 'দিশোম' এ বসবাস করতেন, তখন এই পরব গুলোর মান অনেকটা জাঁকজমক ভাবে পালিত হত। কিন্তু একবিংশ শতাব্দিতে দাঁড়িয়ে সেই জাঁকজমক পালন আর চোখে পড়ে না। সংস্কৃতির স্পর্শ থেকে সাঁওতাল মানুষজন ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছেন। ফলে সংস্কৃতির মান ধীরে ধীরে নিচু স্তরে নেমে আসছে। বর্তমান সাঁওতাল সমাজের কাছে এটা একটা অনেক বড় প্রশ্ন। এর উত্তর তাদের জ্ঞান ভান্ডারে লুকিয়ে আছে। এই মাঘ পরব সংস্কৃতিতে যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সাকরাত পরবও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কথায় আছে 'যার শুরু ভালো, তার শেষও ভালো'। সাকরাত পরবে যে শিকার পর্ব থাকে তা আর বর্তমানে চোখে পড়ে না। আর্থিক ভাবে সামান্য উন্নতির কারনে আজ সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতির এই সকল গুণাবলি রক্ষা করার জন্য তাদের গ্রামের 'আতো মড়ে হড়' এর ভুমিকা ঠিক ঠাক পালন করতে হবে। সংস্কৃতির বিভিন্ন কার্যাবলীর উপর যুবদের সচেতন মুলক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। কারণ যুবরাই বর্তমান সমাজকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার বিশ্বস্ত অগ্রদূত।

উপসংহার: আমি এই বিষয় "সাঁওতালি সংস্কৃতিতে 'মাঘ ও সাকরাত' পরব এর ভূমিকা একটা আলোচনা" মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান প্রদান করলাম। এই সংস্কৃতিতে এই দুই পরবের ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। সাঁওতালি সংস্কৃতিতে বারোটা মাসের সমাহার। বছরের শুরু হয় মাঘ মাস এর 'মাঘ সিম' পুজো দিয়ে ও বছরের সমাপ্তি হয় পৌষ সংক্রান্তির 'সাকরাত পরব' দিয়ে। সংস্কৃতির এটা একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত। সাঁওতাল সম্প্রদায় এটা দীর্ঘকাল হতে পালন করে আজও এই অমুল্য কার্য জীবিত রেখেছেন। সামাজিক দর্পণে এই দুই পরবের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র:

১। মুরমু, ড। (২০১৭) 'সেরওয়া আর আরিচালি' (প্রথম প্রকাশ)। বাঁকুড়া প্রেস, ছোটমোড়, কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া। । পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৩

২। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৪

৩। Murmu. R. (Adim Santar). (2009) 'JAHER BONGA SANTAR KO' (6th edition). Publishers – adim publication- kolkata, 677, block- O, Flat no – 3, new alipore, kolkata – 53. P – 136.

৪। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৩৬

৫। Tudu. Dr. K. C. (2016) 'KHERWAL ARI BANDI' (1st edition 16 November) P. G Deptt.of Tribal & Regional Languages (Santali, Mundari, Ho, Kharia, Oraon, Nagpuri, Kurmali, Kortha, Panchpargania) Ranchi University, Jharkhand. P – 50.

৬। Murmu. R. (Adim Santar). (2009) 'JAHER BONGA SANTAR KO' (6th edition). Publishers – adim publication- kolkata, 677, block- O, Flat no – 3, new alipore, kolkata – 53. P – 193

গ্রন্থপঞ্জি:

১। Screfsrud. O. L. 05 September 2007. "HORKOREN MARE HAPRAM KO REAK KATHA". Sri guru press 27/1, vivekananda road, kol – 14.

২। Tudu. R. M. 14 June 1951. "KHERWAL BONGSO DHARAM PUTHI". PRINTED BY CALCUTTA PRESS CALCUTTA.